দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 06 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকলের মহোৎসব কমেছে॥ বাংলা পরীক্ষার দিনে ২ হাজার ৪৭৩ জন বহিষ্কার সিরাজগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম দু'দিনের তুলনায় রবিবার বাংলা পরীক্ষার দিনে নকলের মহোৎসব কিছুটা কমেছে। বহিষ্কারের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। তবে বিচ্ছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নকল সরবরাহকারীদের হাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত হয়েছেন। বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষায় রবিবার পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২ হাজার ৪৭৩ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বোর্ডে ২৯১, কুমিল্লা বোর্ডে ৪০৫, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৭৬, যশোর বোর্ডে ২১২ এবং রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ২৮৯ জন। গাইবান্ধা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার ২/৩টি কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারী ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নকলের মহোৎসব

(প্রথম পাতার পর)

ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে পলাশবাড়ী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র না আসায় ২৮ ছাত্রী পরীক্ষা দিতে না পারায় রওশনবাগ বালিকা বিদ্যালয়ের শত শত বিক্ষুব্ধ ছাত্রী রবিবার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলসহ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে।

কলাপাড়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বেঞ্চের ওপর বই-এর পৃষ্ঠা উঠিয়ে লিখতে দেখা গেছে। পরিদর্শকদের দায়িত্ব ছিল ইউএনএ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটকে আসতে দেখলে সিগনাল দেয়া। বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে এক পরিদর্শককে (শিক্ষিকা) বহিষ্কার করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর সরকারী কলেজ উপকেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের হাতে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এছাড়া নকল সরবরাহকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় পুলিশ তিন রাউন্ড গুলি এবং ১০/১৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় ৭ জন পুলিশসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। বাকেরগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে নাজমুল আহসান ও রুহুল আমিন মাতব্বর নামে দু'জন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বগুড়া পঞ্চগড়ে ৪ জন পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বগুড়া থেকে জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার জানান, নকল রোধ না হলে নকলবাজদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে বই খুলে ধরেও পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে বলে বগুড়ার অভিভাবক ও মেধাবী ছাত্ররা মতামত দিয়েছেন।